বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা
বাংলাদেশের সরকার পদ্ধতি: এক কেন্দ্রিক(44th BCS)
বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো: কেন্দ্রীভূত(47th BCS)
সরকারের বিভাগ/অঙ্গ প্রতিষ্ঠান - ৩টি

বিভাগ	তথ্য	কাজ
শাসন বিভাগ / নির্বাহী বিভাগ Executive	সর্বোচ্চ পদমর্যাদা অধিকারী - রাষ্ট্রপতি নির্বাহী ক্ষমতা গৃহীত হয় - রাষ্ট্রপতির নামে নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ হয় - প্রধানমন্ত্রীর নামে প্রধান নির্বাহী - প্রধানমন্ত্রী	আইন প্রয়োগ করা রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনা করা
আইন বিভাগ Legislative	জাতীয় সংসদের সভাপতি - স্পীকার অভিভাবক - রাষ্ট্রপতি আইন সভার নেতা - প্রধানমন্ত্রী	আইন প্রণয়ন(45th,38th BCS) সংশোধন, পরিমার্জন পরিবর্ধন
বিচার বিভাগ Judicial	প্রধান/সর্বোচ্চ ক্ষমতা - প্রধান বিচারপতি সংবিধানের রক্ষক/অভিভাবক(47th,44th BCS)	আইনের ব্যাখ্যা প্রদান(45th BCS) বিচারকার্য পরিচালনা ও শাস্তি বিধান

নির্বাহী বিভাগ
রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা/কর্তৃত্ব:

- বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান/সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় নিয়ম তান্ত্রিকপ্রধান(48th BCS)
- প্রশাসন ব্যবস্থার শীর্ষ ব্যক্তি
- তিনি "Chief Executive" নামে পরিচিত।
- Rules of Business

অনুচ্ছেদ ও বিষয়:

- ৪৮(২) - রাষ্ট্রপতিকে প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগ ও কর্তব্য পালনের অধিকার দেওয়া হয়েছে।
- ৫৫(৪) - সকল নির্বাহী কাজ গৃহীত হয় রাষ্ট্রপতির নামে।
- ৫৬(৩) - প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ
- ৫৫(২) - অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী নিয়োগ।
- ৬১ - প্রতিরক্ষা বিভাগের সর্বাধিনায়ক (সেনা, নৌ, বিমান সহ সব)।
- ৭২ - সংসদে অধিবেশন আহ্বান ও স্থগিত।
- ৮২ - অর্থবিলে সুপারিশ করেন।
- ৯৫ (১) - প্রধান বিচারপতি নিয়োগ [৫৬(৩) ,৯৫ (১), কারও পরামর্শ নেয় না]।

যে সব প্রতিষ্ঠানের প্রধানঃ

- সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক
- সরকারি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর
- বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি
- বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি
- বাংলাদেশ স্কাউট

প্রধানমন্ত্রী

- বাংলাদেশের সরকার প্রধান।
- মন্ত্রিপরিষদেরও প্রধান।
- তাকে keystone of the cabinet arch বলা হয়।
- তিনি Real Executive.

ক্ষমতা ও দায়িত্বঃ

- ৪৮(৩) - প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান বিচারপতির নিয়োগ ব্যতীত সকল কাজে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবেন।
- ৫৫(২) - সকল নির্বাহী ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীরৃত্বে প্রয়োগ হবে।

প্রধানমন্ত্রী পদাধিকার বলে যে যে প্রতিষ্ঠানের প্রধানঃ

- NEC, ECNEC
- BEZA, BEPZA, BIDA, NICAR
- জাতীয় পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
- জাতীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন পরিষদ

আইন বিভাগ

আইন সভা (জাতীয় সংসদ)

- আইনসভার নাম - জাতীয় সংসদ (৬৫(১) অনুসারে)
- ধরন: এক কক্ষ বিশিষ্ট**(36th BCS)**
- ইংরেজি নাম: House of the Nation.**(49th BCS)** ,প্রতীক: শাপলা,স্থায়ী আসন: ঢাকা

ক্ষমতা/কার্যাবলিঃ

- আইন প্রণয়ন ক্ষমতা অনুচ্ছেদ - ৬৫, ৮০
- সরকার গঠন সংক্রান্ত ক্ষমতা অনুচ্ছেদ - ৫৫, ৫৬, ৫৭
- বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা - ৫২, ৫৩, ৭৪, ৭৭, ৯৬
- (৫২: রাষ্ট্রপতির অভিশংসন, ৫৩: রাষ্ট্রপতি অপসারণ, ৯৬: বিচারপতি অপসারণ, ৭৪: স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার অপসারণ ,৭৭- ন্যায়পাল)
- অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা - ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৭, ৮৮, ৮৯
- নির্বাচন সংক্রান্ত ক্ষমতা:রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার নির্বাচন,প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন
- সংবিধান সংশোধন ক্ষমতা - ১৪২

অন্যান্য:যুদ্ধ ঘোষণা (৬৩),আন্তর্জাতিক চুক্তি (১৪৫ ক)

আইন প্রণয়ন: আইন প্রণয়নের জন্য সংসদে উত্থাপিত খসড়া কে বিল বলে | বিল দুই প্রকার: সরকারি বিল: মন্ত্রীদের দ্বারা উত্থাপিত হয় (যে কোন দিন হতে পারে) বেসরকারি বিল: সংসদ সদস্যদের দ্বারা উত্থাপিত হয় (শুধুমাত্র বৃহস্পতিবার হতে পারে) NOTE:মন্ত্রিপরিষদের সাপ্তাহিক বৈঠক বসে শুধুমাত্র সোমবার

জাতীয় সংসদ ভবন

- অবস্থান - শেরে বাংলা নগর, ঢাকা
- উচ্চতা - ১৫৫ ফুট / ৪৬.৫ মিটার / ৯ তলা
- আয়তন - ২১৫ একর**(21st BCS)**
- স্থপতি- মার্কিন স্থপতি লুই আই কান**(21st BCS)**(লুই আই কানের মৃত্যুর পর হেনরি উইলকট)
- সহকারী - লুই মাযহারুল ইসলাম
- ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন - আইয়ুব খান
- নির্মাণ কাজ শুরু - ১৯৬১ সালে
- উদ্বোধন হয় - ১৯৮২ সালে,
- উদ্বোধক - তৎকালীন বিচারপতি আব্দুস সাত্তার
- ১ম অধিবেশন - ১৯৮২ সালে (optional - ১৫ Feb)
- যে দুইজন বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধান জাতীয় সংসদে ভাষণ দেন:
  ১। ভারতের ভি ভি গিরি
  ২। সাবেক যুগোস্লাভিয়ার মার্শাল জোসেফ টিটো

জাতীয় সংসদের আসন

- মোট আসন - ৩৫০ (সরাসরি ভোটে ৩০০,সংরক্ষিত ৫০**(20th,15th BCS)**)
- ১ নং আসন-পঞ্চগড়,৩০০ নং আসন-বান্দরবান
- সবচেয়ে বেশি আসন-ঢাকা বিভাগ/ঢাকা জেলা (২০টি)
- সবচেয়ে কম আসন-২৯৮(খাগড়াছড়ি)৩০০(বান্দরবান),২৯৯(রাঙামাটি)**(37th BCS)**
- ২৪ শে অভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ সংস্কার বিষয়ে ঐক্যমতের অন্যতম প্রস্তাব: দুই স্তর বিশিষ্ট সংসদ**(49th BCS)**

- সংস্কার কমিশনের নতুন সংস্কার প্রস্তাবে বাংলাদেশের সংসদের উচ্চকক্ষে ১০০ টি আসন(50th BCS) থাকবে ও নির্বাচিত হবে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব বা পি আর পদ্ধতিতে
- জাতীয় সংসদের প্রথম সংসদ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান(41st BCS)
- নিজের কাছে নিজেই এর শপথ গ্রহণ করেছেন কোন সংসদ সদস্য আব্দুল হামিদ(25th BCS)

বিচার বিভাগ

- বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত — সুপ্রিম কোর্ট
- সুপ্রিম কোর্ট= (আপিল বিভাগ + হাইকোর্ট বিভাগ)
- আপিল বিভাগের ১ম নারী বিচারপতি — নাজমুন আরা সুলতানা
- আপিল বিভাগের ২য় নারী বিচারপতি — জিনাত আরা
- আপিল বিভাগের ৩য় ও হিন্দু নারী বিচারপতি — কৃষ্ণা দেবনাথ

বিচার বিভাগ পৃথকীকরণঃ

- মামলার নাম: মাসদার হোসেন বনাম বাংলাদেশ
- স্বাধীন বিচার বিভাগের যাত্রা শুরু: ১ নভেম্বর ২০০৭

অধস্তন আদালত

- দেওয়ানি আদালত:জেলা জজ আদালত.অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত.যুগ্ম জজ আদালত,সহকারী জেলা জজ আদালত
- ফৌজদারি আদালত:দায়রা আদালত,ম্যাজিস্ট্রেট আদালত

বাংলাদেশের প্রশাসনিক আদালত

কেন্দ্রীয় প্রশাসন

- সচিবালয়>মন্ত্রণালয়(নির্বাহী প্রধান: মন্ত্রী,প্রশাসনিক প্রধান - সচিব)>অধিদপ্তর>পরিদপ্তর

মাঠ প্রশাসন

- বিভাগীয় প্রশাসন>জেলা প্রশাসন>উপজেলা প্রশাসন

নোট: এটি স্থানীয় সরকার নয়। এতে কোনো নির্বাচন হয় না। এটি স্থায়ী মাঠ প্রশাসন (Admin Cadre)।

স্থানীয় সরকার (Local Government)

- উপমহাদেশে সর্বপ্রথম চালু করেন - ওয়ারেন হেস্টিংস (১৭৭২)
- স্থানীয় শাসন অর্ডিন্যান্স জারি হয় - ১৯৭৬ সালে
- স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান-NILG(National Institute of Local Government)(37th BCS)

স্থানীয় সরকার স্তর

- গ্রাম্য:জেলা>উপজেলা>ইউনিয়ন(38th,25th BCS) তিন স্তর
- শহর:সিটি কর্পোরেশন>পৌরসভা

জেলা পরিষদ

- মোট: ৬৪ টি(20th BCS)
    - LGRD মন্ত্রণালয়ের অধীনে - ৬১ টি
    - পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয়ের অধীনে - ৩টি(পার্বত্য চট্টগ্রাম তিনটি জেলা নিয়ে গঠিত29th BCS)
    - ঢাকা বিভাগের জেলা আছে ১৩ টি(22nd BCS)

উপজেলা পরিষদ

- উপজেলা পরিষদ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় - ১৯৮২
- থানা থেকে উপজেলা হয় - ১৯৮৩
- ১ম উপজেলা পরিষদ নির্বাচন - ১৯৮৫

ইউনিয়ন পরিষদঃ

- ১ম UP নির্বাচন - ১৯৭৩ সালে
- গঠন: মোট ১৩ জন নিয়ে
    - ১ জন চেয়ারম্যান
    - ৯ জন সদস্য
    - প্রতি ৩ টা ওয়ার্ড থেকে ১ টি মহিলা সদস্য (মোট ৩ জন)

NOTE:২০০৯ সালে গ্রাম সরকার ব্যবস্থার বিলুপ্ত হয় গ্রাম সরকার গঠিত হতো ১৫ জন সদস্য**(26th BCS)** নিয়ে একজন সরকার প্রধান একজন উপদেষ্টা ও ১৩ জন সদস্য নিয়ে

পৌরসভা

- বর্তমান পৌরসভা - টি (সর্বশেষ -)
- পৌরসভার চেয়ারম্যানকে বলা হয় - মেয়র
- পৌরসভার মেম্বারদের বলা হয় - কাউন্সিলর
- মেয়াদ - ৫ বছর
- রূপান্তর:
  - ঢাকা পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৬৪ সালে**(16th BCS)**
  - ঢাকা পৌরসভা >ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (১৯৭৮)
  - ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন> ঢাকা সিটি কর্পোরেশন (১৯৯০)
  - ২০১২ সালে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন দুই ভাগে বিভক্ত হয়: উত্তর ও দক্ষিণ
- ১ম নির্বাচিত মেয়র - মোহাম্মদ হানিফ**(43rd BCS)**
- মেয়র মোহাম্মদ হানিফ ফ্লাইওভারের দৈর্ঘ্য ১১.৮ কিলোমিটার

সিটি কর্পোরেশন(প্রথম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ১৯৯৪)

- মোট: ১২ টি ১. ঢাকা উত্তর ২. ঢাকা দক্ষিণ (জনসংখ্যায় বৃহত্তম) ৩. চট্টগ্রাম ৪. রাজশাহী ৫. খুলনা ৬. বরিশাল ৭. সিলেট (আয়তনে ছোট) ৮. নারায়ণগঞ্জ ৯. কুমিল্লা (জনসংখ্যায় ছোট) ১০. রংপুর ১১. গাজীপুর (আয়তনে বৃহত্তম) ১২. ময়মনসিংহ (সর্বশেষ)**(50th BCS)**

প্রশাসনিক সংস্কার ও পুনবিন্যাস

- NICAR - National Implementation Committee for Administrative Reform (প্রশাসনিক পুনবিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি)
- প্রতিষ্ঠা - ১৯৮২ সালে,আহ্বায়ক - প্রধানমন্ত্রী
- কাজ - নতুন জেলা, উপজেলা, বিভাগ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন প্রস্তাব বিবেচনা ও অনুমোদন।

বর্তমান প্রশাসনিক ইউনিট

ইউনিট	সংখ্যা	সর্বশেষ
বিভাগ	৮টি	ময়মনসিংহ
জেলা	৬৪টি	ফেনী,বাংলাদেশের বৃহত্তর জেলা ১৯ টি**(36th BCS)**
উপজেলা		তিতাস উপজেলা কুমিল্লা জেলায় অবস্থিত**(25th BCS)**
থানা		
ইউনিয়ন পরিষদ		**(35th BCS)**ক্ষুদ্রতম ইউনিয়ন পরিষদ: সেন্ট মার্টিন **29th,28th BCS**
গ্রাম		২০২২ সালের জনশুমারি অনুযায়ী ৮৭৩৯১ টি**(28th BCS)**

বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত গণভোটসমূহ

ক্রম	সাল	তারিখ	কার শাসনামলে	বিষয়বস্তু/উদ্দেশ্য
১	১৯৭৭	৩০ মে	জিয়াউর রহমান	রাষ্ট্রপতির প্রতি আস্থা এবং তাঁর ১৯ দফা কর্মসূচীর ওপর জনসমর্থন যাচাই।
২	১৯৮৫	২১ মার্চ	এইচ. এম. এরশাদ	এরশাদের শাসনের প্রতি জনগণের আস্থা যাচাই (হ্যাঁ/না ভোট)।
৩	১৯৯১	১৫ সেপ্টেম্বর	খালেদা জিয়া (দ্বাদশ সংশোধনী)	রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা পরিবর্তন করে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন।
৪	২০২৬	১২ ফেব্রুয়ারি	ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে	'জুলাই জাতীয় সনদ'-এর ৮৪টি প্রস্তাবের ভিত্তিতে সংবিধান সংস্কার ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা। ভবিষ্যতে কেউ যাতে একনায়কতন্ত্র বা ফ্যাসিবাদী শাসন কায়েম করতে না পারে, তা নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল।হ্যাঁ ৬৮.২৬% ,না ৩১.৭৪% ,

- ২০১১ সালে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে গণভোটের বিধান বাতিল করা হয়েছিল।